আন-নুর ফাউন্ডেশন

দ্বীনিয়াত কোর্স

(দ্বিতীয় ব্যাচ)

সর্ট সাজেশন

প্রশ্ন- ০১: ঈমান কাকে বলে?

উত্তর: ঈমান হলো ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা, যথা:

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ২. ফেরেশতাগণ, ৩. আসমানী কিতাবসমূহ, ৪. রাসূলগণ, ৫. শেষ দিবস এবং ৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

প্রশ্ন- ০২: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

উত্তর: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো– এ কথা বিশ্বাস করা যে, তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তাঁর পরে আর কেউ নবী ও রাসুল হবে না।

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে কেউ যদি দাবি করে, সে নবী বা রাসুল তা হলে সে হবে বড় মিথ্যুক ও ভণ্ড।

প্রশ্ন- ০৩: আল্লাহ তা'আলা কোথায় আছেন?

উত্তর: তিনি সপ্তম আকাশের উপরে আরশে আজীমে আছেন। সেখান থেকে তিনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন এবং পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রশ্ন- ০৪: ওলী-আওলিয়াগণ মৃত্যুর পর কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি-না?

উত্তর: না, ওলী-আওলিয়াগণ তাদের মৃত্যুর পরে কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

প্রশ্ন- ০৫: কোনো মাজারে বা দরবারে গিয়ে কোনো কিছু চাওয়া বা সিজদা করা যাবে কি-না?

উত্তর: না, কোনো মাজরে কিছু চাওয়া যাবে না। সেখানে সিজদা করা যাবে না। ওখানে সিজদা করা শিরকী গুনাহ। আল্লাহ কিয়ামত দিবসে শিরকী গুনাহ মাফ করবেন না।

প্রশ্ন- ০৬: ঈমান ভঙ্গের কারণ কয়টি? যে কোনো ৩টি বলুন।

উত্তর: ১০টি, যথা: ১. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা

২. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো

৩. মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করা

৪. নবি সা.- এর কথার চেয়ে অন্য কারও কথাকে উত্তম মনে করা

৫. মুহাম্মাদ সা. আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা

৬. দ্বীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা

৭. জাদু করা

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা

৯. কাউকে দ্বীন-শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা

১০. দ্বীন-ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

প্রশ্ন- ০৭: শিরক কী?

উত্তর: গায়রুল্লাহকে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ সাব্যস্থ করা।

প্রশ্ন- ০৮: আল্লাহর যমিনে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

উত্তর: শিরক

প্রশ্ন- ০৯: কোন ধরণের পাপ আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না?

উত্তর: শিরক জাতীয় পাপ।

প্রশ্ন- ১০: বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য তাগা, তাবিজ, সুতা, আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা কোন ধরনের শিরক?

উত্তর: শিরকে আকবার বা বড় শিরক

প্রশ্ন- ১১: আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ, রব আছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর সন্তান, বিবি আছে বলে 'আকীদা পোষণ করা কোন ধরনের শিরক?

উত্তর: শিরকে আকবার বা বড় শিরক

প্রশ্ন- ১২: জাদু করা কোন ধরনের শিরক?

উত্তর: শিরকে আকবার বা বড় শিরক

প্রশ্ন- ১৩: "ওপরে আল্লাহ নিচে আপনি" এ কথা বলা কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৪: কলবে শায়েখ বা পীরের কল্পনা বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদির মোরাকাবা-ধ্যান করা কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৫: মুরশিদ কেবলা, পীরবাবাকে দূর থেকে ডাকা, মাজারের গিলাফকে সম্মান করা বা চুমু খাওয়া, পীর বা ওলি-আউলিয়াদের কবরের মাটি এবং সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা কোন ধরণের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৬: নবজাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোনো কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেওয়া যাতে বিশ্বাস করা যে এর মাধ্যমে কোনো অশুভ রোগবালাই বা বদ জিন-ভূত স্পর্শ করতে পারবে না- এটি কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৭: নবজাত শিশুকে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কান ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর মাথার চুল না কাটা- এটি কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৮: চোখ লাগা থেকে শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য শিশুর গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেওয়া কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: শিরক জাতীয় গুনাহ।

প্রশ্ন- ১৯: সাহাবা কারা?

উত্তর: যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর ওপর ঈমান এনেছেন।

প্রশ্ন- ২০: বিদআ'ত কী?

উত্তর: বিদআত হলো- দীনদারী কিংবা আমল ও ইবাদাতের নামে নব উদ্ভাবিত এমন সব কাজ, যা রসূল (সা:) কোনো সময় করেননি এবং যার কোনো নমুনা সাহাবা কিংবা তাবেঈদের যুগেও পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন- ২১: বিদা'তের পরিণাম কী?

উত্তর: বিদা'তের পরিণাম হলো- বিদআতকারী ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে হাওযে কাউছার এর পানি পান করতে পারবে না।

প্রশ্ন- ২২: প্রচলিত ৩টি বিদ'আত বলুন।

উত্তর: ক. মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)।

খ. মাজারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া

গ. আযান ইকামতের মধ্যে রাসুল (সাঃ)-এর নাম এলে বৃদ্ধ আংগুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো ।

প্রশ্ন- ২৩: সূরা ফাতিহা ও সুরা ইখলাছ পাঠ করুন।

উত্তর: -------

প্রশ্ন- ২৪: অজুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: অজুর ফরজ চারটি। তা হলো:

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা

২. উভয় হাত কনুই-সহ ধৌত করা

৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা

৪. উভয় পা টাখনু-সহ ধৌত করা

প্রশ্ন- ২৫: অজুর ৩টি সুন্নাত বলুন।

উত্তর: ক. অজুর নিয়ত করা

খ. অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া

গ. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া।

প্রশ্ন- ২৬: অজুর করার পর কোন দুআটি পড়া সুন্নাত?

উত্তর:

-اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

(আল্লাহুম্মাজ'আলনি মিনাততাওয়াবিনা ওয়াজ'আলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন।)

প্রশ্ন- ২৭: নামাজে উচ্চস্বরে হাসি দিলে অজু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ, ভেঙ্গে যাবে। নতুন করে অজু করে নামাজ আবার পড়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন- ২৮: গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: তিনটি, যথা: ১. গড়গড়াসহ কুলি করা

২. উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা বা নাকে পানি দেওয়া।

৩. একটি পশম পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে এমনভাবে সারা শরীর ধৌত করা।

প্রশ্ন- ২৯: গোসলের পর অযু করার প্রয়োজন আছে কি-না?

উত্তর: নেই। গোসল করলে অজু হয়ে যায়। তাই সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করা যাবে যদি গোসলে পর অজু ভেঙ্গে না যায়।

প্রশ্ন- ৩০: ফরজ গোসলে সুন্নাহ পদ্ধতিটি বলুন।

উত্তর: প্রথমে লজ্জাস্থানে লেগে থাকা নাপাকি ধুয়ে নেবেন। তারপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবেন। সাবান বা এজাতীয় কিছু দিয়ে ধুতে পারলে ভালো; না হলেও অসুবিধা নেই।

তারপর নামাজের অজুর মতো করে পূর্ণাঙ্গ অজু করবেন। এরপর পানি দিয়ে মাথা ভিজিয়ে নেবেন। তারপর প্রথমে শরীরের ডান অংশে এবং পরে বাম অংশে পানি ঢালবেন। তারপর সারা দেহে পানি ঢালবেন।

প্রশ্ন- ৩১: ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোনটি?

উত্তর: নামাজ

প্রশ্ন- ৩২: নামাজ ছেড়ে দেওয়া কোন ধরনের গুনাহ?

উত্তর: কবিরা গুনাহ

প্রশ্ন- ৩৩: কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম কোন ইবাদতের হিসাব নেওয়া হবে?

উত্তর: নামাজ

প্রশ্ন- ৩৪: কোন আমলটি মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে?

উত্তর: নামাজ

প্রশ্ন- ৩৫: নামাজের ফরজ কয়টি?

উত্তর: ১৩টি

প্রশ্ন- ৩৬: নারীরা নামাজে কোন অঙ্গগুলো খোলা রাখতে পারবে?

উত্তর: চেহারা, দুই হাত কবজি পর্যন্ত ও পায়ের পাতা। এ ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। অন্যথায় নামাজ হবে না।

প্রশ্ন- ৩৭: নামাজের তাশাহহুদ পড়ে শুনান।

উত্তর: উচ্চারণ : 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাত। আসসালামু আলাইকা, আইয়্যু হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।'

প্রশ্ন- ৩৮: চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের ২য় ও ৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে অঅরেকটি সূরা মিলাতে হবে কি-না?

উত্তর: হবে না।

প্রশ্ন- ৩৯: কয় তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলে থাকলে নামাজ ভেঙ্গে যায়?

উত্তর: তিন তাসবিহ অর্থাৎ তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণ সময় সতর খোলা থাকলে নামাজ ভেঙে যাবে।

প্রশ্ন- ৪০: নামাজের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

উত্তর: নামাজের ওয়াজিব ১৪ টি, যথা:

১. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহা পূর্ণ পড়া।

২. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ মেলানো।

৩. ফরজের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা।

৪. সুরা ফাতিহা অন্য সুরার আগে পড়া।

৫. নামাজের সব রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা (অর্থাৎ রুকু, সিজদা ও রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ দেরি করা)।

৬. প্রথম বৈঠক করা (অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাতের পর বসা)।

৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া।

৮. প্রতি রাকাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর তারতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

৯. ফরজ ও ওয়াজিবগুলো নিজ নিজ স্থানে আদায় করা। (যেমন: দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার সঙ্গে করা। প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়াতু শেষ করে তৎক্ষণাৎ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি।)

১০. বিতর নামাজে তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর দোয়া (কুনূত) পড়া।

১১. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১২. দুই ঈদের নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলার পর রুকুতে যাওয়ার সময় ভিন্নভাবে তাকবির বলা। (এই তাকবিরটি অন্যান্য নামাজে সুন্নাত)

১৩. ইমামের জন্য জোহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নাত ও নফল নামাজে কিরাত আস্তে পড়া। আর ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা, দুই ঈদ, তারাবি ও রমজান মাসের বিতর নামাজে কিরাত শব্দ করে পড়া।

১৪. সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা।

প্রশ্ন- ৪১: সাহু সিজদা কী?

উত্তর: নামাজের কোনো ওয়াজিব কাজ ভুলক্রমে ছুটে গেলে নামাজ শেষে যে দুইটি সিজদা দিতে হয় তাকে সিজদায়ে-সাহু বলে।

প্রশ্ন- ৪২: সাহু সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি কী?

উত্তর: সাহু সিজদার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে– সাহু সিজদা যার ওপর ওয়াজিব হয়েছে, সে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে এক সালাম ফেরাবে। এরপর তাকবির বলে নামাজের মতো দুইটি সিজদা করে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়ায়ে মাসুরা পড়ে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্ন- ৪৩: অজু-গোসল করার সময় মহিলাদের নাকফুলের ছিদ্রে পানি পৌঁছানো জরুরি কি-না?

উত্তর: জরুরি।

প্রশ্ন- ৪৪: মহিলাদের 'হায়েজ' তথা মাসিক রক্তস্রাবের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত দিন?

উত্তর: সর্বনিম্ন ৩ দিন আর সর্বোচ্চ ১০ দিন।

প্রশ্ন- ৪৫: দুই 'হায়েজ' তথা মাসিক রক্তস্রাবের মাঝখানে কতদিন পবিত্র থাকা আবশ্যক?

উত্তর: ১৫ দিন।

প্রশ্ন- ৪৬: ইস্তিহাজা কী?

উত্তর: ইস্তিহাজা হলো এক ধরনের রোগ। যদি কোনো মহিলার মাসিক রক্তস্রাব তিন দিনের কম বা ১০ দিনের বেশি দেখা যায় তা হলে সেটি ইস্তিহাজা বা রোগ।

প্রশ্ন- ৪৭: ইস্তিহাজা- এর বিধান কী?

উত্তর: ইস্তিহাজা- এর বিধান হলো– এ সময় নামাজ পড়তে হবে। রমজান মাস হলে রোজাও রাখতে হবে। তবে এক অজু দিয়ে দুই ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না। অর্থাৎ অজু না ভাঙ্গলেও প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অজু করে নামাজ পড়তে হবে।

প্রশ্ন- ৪৮: কারো কোনো মহিলার মাসিক স্রাবের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে, আর সে কোনো মাসে অভ্যাসের বিপরীত ১০ দিনের পরও রক্ত দেখতে পায়, তাহলে কি নামাজ পড়বে?

উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে নামাজ পড়তে হবে।

প্রশ্ন- ৪৯: যদি কারো হায়েজ বা মাসিক স্রাব শেষ হওয়ার পর ১৫ দিনের আগেই আবার রক্ত দেখা দেয় তা হলে কী করবে?

উত্তর: এ রক্তগুলো ইস্তিহাজা বলে গন্য হবে এবং তাকে নামাজ ও রোজা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন- ৫০: নিফাস কাকে বলে?

উত্তর: সন্তান প্রসবের পর জরায়ু থেকে যে রক্ত আসে, তাকে নিফাসের রক্ত বলা হয়

প্রশ্ন- ৫১: নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা কত দিন?

উত্তর: ৪০ দিন।

প্রশ্ন- ৫২: নিফাসের সর্বনিম্ন সীমা কত দিন?

উত্তর: সর্বনিম্ন সীমা নেই, অল্প কিছুক্ষণও হতে পারে।

প্রশ্ন- ৫৩: যদি কোনো মহিলার সন্তান হওয়ার পর ৩০ দিনের মাথায় রক্ত পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় সে কি নামাজ পড়বে?

উত্তর: হ্যাঁ, ১০/২০/৩০ দিন বা যখনই রক্ত পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে তখন থেকে নামাজ পড়া শুরু করবে। রমজান মাস হলে রোজ রাখা শুরু করবে।

প্রশ্ন- ৫৪: যদি কোনো মহিলার সন্তান হওয়ার পর ৪০ দিনের পরও রক্ত বন্ধ না হয়, সে কি নামাজ পড়া শরু করবে?

উত্তর: হ্যাঁ, ৪০ দিনের পরও রক্ত দেখা গেলে সে নামাজ পড়বে। রোজাও রাখবে।

প্রশ্ন- ৫৫: দু'আ-কুনুতটি পড়ুন।